মেহেরপুরসহ সারা দেশে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বিভিন্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদুল ফিতরের জামাত । সোমবার (২৫ মে) সকালে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এ সকল ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

নিরাপদ সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব এবং করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির জন্য সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা মেনেই জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জামাত শেষে খুতবা পেশ করা হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় দোয়া ও মোনাজাত। মোনাজাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি বৈশ্বিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতদের জন্য দোয়া করা হয়েছে। এছাড়া মোনাজাতে সব উম্মতে মোহাম্মদির গুনাহ মাফ চাওয়া হয়। সব মৃত ব্যক্তির কবরের আজাব মাফ চাওয়া হয়। যেকোনো বিপদ থেকে দেশকে হেফাজতের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মানতে নামাজ শেষে কাউকেই দেখা যায়নি হাত মেলানো বা কোলাকুলি করতে। ফলে কিছুটা আক্ষেপ নিয়েই মুসল্লিরা ফিরেছেন ঘরে।

অনেকে আবার বলেন, ঈদের নামাজের পর প্রধান আনন্দ কোলাকুলিতেই। তবে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এবার তারা এসব থেকে বিরত থাকছেন।
মেপ্র/এমএফআর

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের মধ্যস্থতায় জোড়া লেগেছে ভাঙা

সংসারে

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মধ্যস্থতায় জোড়া লেগেছে একটি ভাঙা সংসারে। নিজের পিতা-মাতাকে ফিরে পেয়েছে নয় মাসের এক শিশু সন্তান। বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশের মধ্যস্থতায় নিজেদের ভুলের অবসান ঘটান দামুড়হুদার মাহাবুল ও তৃষ্ণা দম্পতি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রাজিবুল হক জানান, দু’বছর আগে দামুড়হুদার জয়রামপুর মল্লিকপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে মাহাবুল হকের (৩২) সাথে বিয়ে হয় একই উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মিরাজ হোসেনের মেয়ে তৃষ্ণা খাতুনের (২৫)। বিয়ের পর তাদের সংসারে রয়েছে আসাদুজ্জামান (৯ মাস) নামে ফুটফুটে এক শিশু সন্তান।

এমন অবস্থায় পারিবারিক কলহের কারণে এক মাস আগে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মাহাবুল-তৃষ্ণার শিশু সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তৃষ্ণার মা চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগের সূত্র ধরে পুলিশ সুপারের নির্দেশে জেলা পুলিশের ইউমেন্স সাপোর্ট সেন্টারের দায়িত্বে থাকা উপ-পরিদর্শক বিভা রাণী প্রমাণিক কাজ শুরু করেন। উপ-পরিদর্শক বিভা রাণী প্রমাণিক উভয় পক্ষকে ডেকে নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

উপ-পরিদর্শক রাজিবুল হক আরো জানান, পরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের মধ্যস্থতায় মাহাবুল ও তৃষ্ণা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবারও সংসার করতে রাজি হয় এবং তারা নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এতে পুলিশ সুপার মাহাবুল ও তৃষ্ণার সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে তাদের সন্তান আসাদুজ্জামানকে ঈদ উপহার প্রদান করেন।

চুয়াডাঙ্গায় আম্ফানের আঘাতে ব্যাপক ক্ষতি

চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আম্ফান ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। ভেঙ্গে পড়েছে কাচা ঘর, গাছের ডালপালা। ক্ষেতের ফসলও ক্ষতি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার ব্যাপকহারে পানবজর ভেঙে পড়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আবওহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, বুধবার রাতে চুয়াডাঙ্গায় ঝড়ের গতিবেগ সর্বোচ্চ ঘন্টায় ৮২ কিলোমিটার পর্যন্ত ওঠে। রাত দেড়টার পর আম্ফানের গতি কিছুটা কমলেও বাতাস ছিল। ধীরে ধীরে তা কমে আসে ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মোঃ খাইরুল আনাম জানান, আম্ফানের কারণে চুয়াডাঙ্গা জেলায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

প্রস্তুতি হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলায় তিনটি স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র এবং বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাতে কয়েকজন চুয়াডাঙ্গার আশ্রয়কেন্দ্রে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সকালে তারা আবার চলে গেছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সুফি রফিকুজ্জামান জানান, কলা, পেঁপে, সবজি, পান প্রভৃতি ফসলের ক্ষতি হয়েছে। তবে, এখনো পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করা যায়নি।

আমবাগান মালিকদেরও ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে অনেক আম পড়ে গেছে। দু’চার দিন পরই চুয়াডাঙ্গার আম বাজারে আসার কথা ছিল। তার আগেই ক্ষতি হয়ে গেল।

চুয়াডাঙ্গায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় সমাজের পিছিয়ে পড়া তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির মাঝে করোনা ক্রান্তিলগ্ন ও ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির মাঝে এ উপহার বিতরণ করা হয়। যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা হাশেম রেজার সহযোগিতায় এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, মো. কলিমুল্লাহ, কনক কুমার দাস ও যুবলীগ কেন্দ্রীয় নেতা হাশেম রেজা।

এসময় যুবলীগ নেতা হামেশ রেজা বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টি হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা বরাবরই অবহেলিত থেকেছে। এ কারণে আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

পুলিশ সুপার বলেন, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই কর্মহীন মানুষের পাশে রয়েছে। বিভিন্নভাবে সমাজের নানা শ্রেণির মানুষকে সহযোগিতা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির পাশেও দাঁড়িয়েছি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করলেন

দিলারা রহমান

চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করছেন দিলারা রহমান এর আগে তিনি গাংনী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দামুড়হুদা উপজেলার স্থানীয় রাজনৈতিক, সাংবাদিক সহ এলাকাবাসী দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করছেন দিলারা রহমান আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও শুভকামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় তারেক রহমানের উপহার পৌঁছে দিলেন বিএনপি নেতা শরীফ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত নেতা-কর্মী- সমর্থকসহ করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে দেশনায়ক তারেক রহমানের উপহার-সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন জেলা বিএনপির সদস্য ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল আটটায় চুয়াডাঙ্গা সদরের কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে বিএনপি নেতা শরীফুজ্জামান শরীফের সহযোগিতায় স্থানীয়দের মধ্যে এ উপহার প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি একরামুল হক, আব্দুল মজিদ, খাজা, আমির মেম্বার, বিল্লাল মেম্বার, মোশরফ, যুবদল নেতা মসিউর, ছাত্রনেতা মাহবুব প্রমুখ।

পরে আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির আয়োজনে উপজেলা যুবদলের প্রয়াত নেতা বল্টু, হারদী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মৃত সবুর ও কালিদাসপুর ইউনিয়ন

বিএনপির নেতা মৃত শওকতে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়াসহ তাঁদের একটি করে সেলাই মেশিন ও খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল জব্বার, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস, সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান পিণ্টু, আইনাল হক, জিল্লুর রহমান ওল্টু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিম, চমক, গোলাম হোসেন, যুবদলের নেতা খাইরুল, রফিকুল, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব কনক, সোহাগ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, আরিফ আহমেদ শিপলব, ছাত্রনেতা সুমন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট করোনায় আক্রান্ত

আলমডাঙ্গায় করোনা কাজে নিয়োজিত মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (স্বেচ্ছা সেবি) এর করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার ঈড়ারফ-১৯ রিপোর্ট আসে সে পজিটিভ। কিন্ত তার কোনো উপসর্গ এখনো পর্যন্ত নেই। সে ভালো আছে, সুস্থ্য আছে। তিনি গত ৬ মে তারিখ হতে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে যোগদান করে। পরিবার পরিজনের নিষেধ উপেক্ষা করে দেশ এবং দশের কল্যানে নিজের ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিনা বেতনে ঈঙঠওউ-১৯ এর নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার মানুষের কথা চিন্তা করেই এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কারন সে জানায় আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে বর্তমান সময়ে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। দুঃখ হচ্ছে এতো তাড়াতাড়ি আমাকে করোনার কাছে মাথা নত করতে হলো। আজ সম্ভবত আমার উপজেলায় নতুন নমুনা সংগ্রহ হয়নি।

এর আগে গত ১২ মে তারিখে তার ১ম রিপোর্ট নেগেটিভ আসে সে পর্যন্ত সে নিজ বাড়িতেই ছিল। ১৩ তারিখ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদের নির্দেশনায় তার দেওয়া আবাসন ব্যবস্থা গ্রহন করে, এবং সেখানেই অবস্থান করে যথারীতি নমুনা সংগ্রহের কাজ করতে থাকে। এবং ১৫ মে তারিখে নতুন করে নমুনা দেয়।

১৭ মে তারিখে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। মঙ্গলবার অফিসিয়ালি রিপোর্ট আসার পর ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহম্মদের পরামর্শে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলশনে আছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎক প্রতিনিয়ত তার খোঁজ খবর রাখছেন। তার এখনো কোনো প্রকার উপসর্গ দেখা দেইনি।

মঙ্গলবার থেকে অনেক শুভাকাক্সক্ষীরা ফোনে খোঁজখবর নিয়েছে, তার করোনা পজেটিভের কথা চিকিৎসক ব্যাতিত কাউকে জানাতে চাইনি। পরে তার পরিবারকে জানিয়েছে। তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে বন্ধু বান্ধব সহ সবাই খুব চিন্তিত, বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জ এলাকার লোকজন।

তিনি গত ১৩ মের পর থেকে তার নিজ এলাকায় যায়নি। এবং তখন থেকে সে নিজ বাড়িতে আলাদা একা একটি ঘরে থাকত। এবং আলাদা বাথরুম সহ খাওয়া দাওয়া সব আলাদা করত। এমনকি ইফতারিও আলাদা করত।

তিনি সুস্থ্য আছে, স্বাভাবিক আছে। সে তার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছে, যেন দ্রুত সুস্থ্য হয়ে আবারও সকলের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে।

আলমডাঙ্গায় বোরোধান সংগ্রহের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা উপজেলায় সরকারি ভাবে বোরো ধান সংগ্রহের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা খাদ্য গুদামে

আনুষ্ঠানিক ভাবে বোরো ধান সংগ্রহের উদ্বোধন করা হয়েছে। ধান সংগ্রহ পুর্ব সংক্ষিপ্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছেলুন এমপি বলেন, আপনারা প্রকৃত চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করবেন। আমি জানি, আপনারা স্বচ্ছতার জন্য লটারির মাধ্যমে চাষি নির্বাচিত করেছেন, কিন্ত আমাদের সমাজে এক শ্রেনীর টাউট আছে, যারা চাষিদের নানা ভাবে হয়রানির ভয় দেখিয়ে দু’পাচশত টাকা দিয়ে স্লিপ কিনে নিয়ে তারা ধান ঢোকাবে। সেদিকে আপনারা সজাগ থাকবেন, করোনায় চাষিরা বিপর্যস্ত, তারা যেন ধানের ন্যায্য মুল্য থেকে বন্চিত না হয়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনু, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির, খাদ্যকর্মকর্তা মোফা খাইরুল ইসলাম, খাদ্য পরিদর্শক রাকিবুল ইসলাম, গুদাম রক্ষক মিয়াজান হোসেন, খাদ্যউপ-পরিদর্শক রেবেকা পারভীন, ইউপি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, আবু সাইদ পিন্টু, মিলচাতাল মালিক সমিতির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, জয়নাল আবেদিন, হান্নান শাহ, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,

৬ নংওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল হক তবা, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আসাবুল হক ঠান্ডু, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আসিকুর রহমান ওল্টু, মিল মালিক পিন্টু মিয়া, মুকুল মল্লিক, জয়নাল ক্যাপ, এসআই রফিক, প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সাংবাদিক আতিয়ার রহমান মুকুল, প্রশান্ত বিশ্বাস, শরিফুল ইসলাম, কৃষক মজিবুল ইসলাম প্রমুখ।

পরে ফিতা কেটে বোরো সংগ্রহের উদ্বোধন করেন।

চুয়াডাঙ্গায় ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় নির্দেশনা অমান্য করে মার্কেট খোলা রেখে পণ্য কেনাবেচার অভিযোগে ২৪জন ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে শহরের নিউ মার্কেটে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ৭৫হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, গত ১৫ মে থেকে করোনার সংক্রমণ রোধে জেলার সকল মার্কেট-শপিংমল বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এ নির্দেশনা অমান্য করে শহরের নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ভোর থেকে গোপনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে- এমন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকাল থেকে নিউ মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে মার্কেটের দোকানগুলো বাইরে থেকে তালাবদ্ধ রেখে ভিতরে পণ্য কেনাবেচা প্রমাণ মেলে। এমন অভিযোগে ২৪ জন ক্রেতা বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে তাদেরকে ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস, হাবিবুর রহমান ও ফিরোজ হোসেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, জরিমানার অর্থ আদায় করা সকলে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ঈদ বাজারে কেনাবেচায় অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে মার্কেটের নিউ ফালগুনি বস্ত্রালয়ের মালিক আশরাফুল হক ফিরোজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে তাদেরকে পণ্য কেনাবেচা না করার জন্য অঙ্গীকার করানো হয়।

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে মেহজাবীন ইসলাম চৌধুরী তাসমী (১৬) নামে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

তাসমী চৌধুরী চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ জেহালা গ্রামের মতিউল ইসলাম চৌধুরী টনিকের মেয়ে। এবং কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এণ্ড কলেজের একাদশ মানবিক শাখার শিক্ষার্থী।

সে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড খন্দকবাড়ীয়া মহল্লায় পিতা-মাতার সাথে ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করতো। খন্দকবাড়ীয়া তাসমী চৌধুরীর পিতার নানা বাড়ী।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সারাদিন রোজা রেখে ইফতারীর পর (১৬ মে) রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি খাবার পর তার দীর্ঘদিনের শ্বাস কষ্ট বেড়ে যায়। স্বজনরা তাঁকে দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।